গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা

www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক বিমা ক্লাস্টার-এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব ড. মোঃ শামসুল আরেফিন
সভারি তারিখ	:	১৯ মে ২০১৯
সময়	:	বেলা ০১.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সিনিয়র সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের অফিস কক্ষ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগনের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক সংযুক্ত।

১। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল কে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতপর তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচ্যসূচিসমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। সভার পটভূমি বর্ননা করতে গিয়ে তিনি বলেন গত ০৯ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৩তম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সামাজিক বিমা ক্লাস্টারভুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে জরুরি সভা আয়োজনপূর্বক জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম প্রবর্তনের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করাই আজকের সভার মূল উদ্দেশ্য। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সভার আলোচ্যসূচি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের জন্য অতিরক্ত সচিব (সমন্বয়) কে অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচি-১: সামাজিক বিমা ক্লাস্টার-এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ:

২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার বলেন বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম মূলতঃ সামাজিক ভাতা ও সহায়তা নির্ভর যা জনগণের করের টাকায় পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং জনগণের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে সামাজিক বিমাভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকার মতো বাংলাদেশেও সামাজিক বিমা প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এ জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম (NSIS) প্রবর্তনের প্রস্তাবনা রয়েছে এবং এ স্কিমে বেকারত্ব, অসুস্থতা, মাতৃত্ব ও দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিমা সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবনা রয়েছে।

৩। সভায় উল্লেখ করা হয় সামাজিক বিমা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম প্রবর্তনের লক্ষ্যে সামাজিক বিমা ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ ক্লাস্টারের প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সামাজিক বিমা প্রবর্তনের জন্য প্রথমে আনুষ্ঠানিক সেক্টরে একটি পাইলট করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে বেকারত্ব, ইনজুরি, প্রতিবন্ধিতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিমা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই পাইলট পরবর্তীতে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরেও প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

৪। সভায় আলোচনা করা হয় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনায় সামাজিক বিমা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সামাজিক বিমা ক্লাস্টার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মপরিকল্পনা আলাদাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। একই ভাবে সামাজিক বিমা ক্লাস্টারের কর্ম পরিকল্পনায়; জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম (NSIS) সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সামাজিক বিমা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই; সামাজিক বিমার একটি উপযুক্ত কাঠামো নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান; বেসরকারি পেনশন ব্যবস্থা স্থাপন; এবং সরকারি পেনশন ব্যবস্থা হালনাগাদ করণ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

৫। সভায় উল্লেখ করা হয় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনায় সামাজিক বিমা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে জুন ২০১৮-এর মধ্যে জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষাপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করবার পরিকল্পনা ছিল এবং সমীক্ষার ভিত্তিতে জানুয়ারি ২০১৯-এর মধ্যে সামাজিক বিমা'র একটি পাইলট কার্যক্রম শুরু করাবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সামাজিক বিমার চূড়ান্ত কাঠামো নির্ধারণ এবং জানুয়ারি ২০২০- এর মধ্যে সামাজিক বিমা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার প্রতি নির্দেশনা রয়েছে। উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি প্রস্তুতকৃত সামাজিক নিরাপত্তা আইনে সামাজিক বিমা সংক্রান্ত প্রবিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনটি পাশ হলে উক্ত আইনের আওতায় সামাজিক বিমা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করলেই যথেষ্ট হবে।

৬। সভায় আলোচনা করা হয় যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বেকারত্ব বিমা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার প্রস্তাবনা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার সামাজিক বিমা কার্যক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাছাইকৃত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পাইলট ভিত্তিতে বেকারত্ব বিমা প্রবর্তন করবে এবং পাইলট এর ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে দেশব্যাপী বেকারত্ব বিমা সম্প্রসারণ করবে।

৭। সভায় উল্লেখ করা হয় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ বিভাগ কর্তৃক সরকারি চাকুরি পেনশন অব্যাহত রয়েছে একই সাথে বেসরকারি পেনশন চালু করা এবং সেই লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারগণের সঙ্গে আলোচনাক্রমে পেনশনের কাঠামো নির্ধারণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং ২০১৮ সালের মধ্যে বেসরকারি পেনশন কর্তৃকপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা ছিল। উল্লেখ্য অর্থ বিভাগ এ বিষয়ে একটি স্টাডি সম্পন্ন করেছে এবং যথাশীঘ্র বেসরকারি পেনশন কার্যক্রম চালু করা হবে মর্মে জানা গেছে।

৮। সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

(১) সামাজিক বিমা কার্যক্রম সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাঁদের সামাজিক বিমা কার্যক্রম সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নতুন সময়সীমা নির্ধারন পূর্বক আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে অবহিত করবে;

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় সামাজিক বিমা কার্যক্রম সংক্রান্ত গবেষণাটি পরিচালনা করবে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করা হবে;

৯। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

(জনাব ড. মোঃ শামসুল আরেফিন)
সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ